দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 22 SEP 1994
পৃষ্ঠা 2 কলাম

35

সরেজমিন প্রতিবেদন ॥ তিস্তা পারের কাহিনী

শিক্ষকতার 'সাব-কন্ট্রাক্টরি' চলছে লালমনিরহাটের কালিগঞ্জের কালিকাপুর বিদ্যালয়ে

লালমনিরহাটের কালিকাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের 'বদলি' শিক্ষক লুৎফর রহমানকে ঘিরে ধরেছে একদল শিক্ষার্থী

হাসনাইন খুরশেদ

শিক্ষকতার 'সাব-কন্ট্রাক্টরি' চলছে লালমনিরহাটের কালিগঞ্জ থানার কালিকাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে।

সম্প্রতি এ এলাকায় সরেজমিন পরিদর্শনকালে জানা গেছে, স্কুলটিতে সরকারীভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শাহজাহান প্রামাণিক ও শিক্ষক এমদাদুল হক সাধারণত মাসে একবারের বেশি স্কুলে যান না। তাঁরা দু'জনেই স্থানীয় দুই ব্যক্তিকে অনেকটা 'সাব-কন্ট্রাক্ট' ভিত্তিতে স্কুলের শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ করেছেন।

ভোটমারি ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ডের শোলমারির চরে অবস্থিত স্কুলটিতে গিয়ে দেখা গেল, প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত সকল ছাত্র-ছাত্রীকে একটি রুমে বসিয়ে বেত হাতে ক্লাস করাচ্ছেন লুৎফর রহমান। তিনি জানান,

(শেষ পৃষ্ঠা ২ কঃ দেখুন)

শিক্ষকতার

(প্রথম পাতার পর)

স্কুলটির শিক্ষক এমদাদুল হক 'বদলি শিক্ষক' হিসাবে তাকে নিয়োগ করেছেন। এমদাদ মাস্টার প্রতি মাসে একবার স্কুলে আসেন এবং তার মাসিক বেতনের ৩৮শ' টাকা তুলে লুৎফর রহমানকে দেন তিন শ' টাকা। সরকারী নিয়োগপ্রাপ্ত অপর শিক্ষক 'সাব-কন্ট্রাক্টেই নিয়োগ করেছেন আবু হোসেন নামে আরেক ব্যক্তিকে। আবু হোসেনও মাসে ৮/১০ দিনের বেশি স্কুলে যান না বলেও লুৎফর রহমান জানান।

চরের মধ্যভাগে অবস্থিত স্কুলটিতে যাতায়াতের জন্য একাধিক 'ছড়া' (ছোট নদী) পেরুতে হয়। টিনের চাল দেয়া স্কুল ঘরের একটি মাত্র শ্রেণী কক্ষে বেঞ্চ-টেবিল রয়েছে। কোন অফিসঘর কিংবা কর্মচারী নেই। সব ক্লাসের ছেলে-মেয়েরা একই সাথে একটি কক্ষে বসে পড়ে।

স্কুলটির 'বদলি শিক্ষক' লুৎফর রহমান জানান, এ পরিস্থিতির কারণে প্রতি বছর বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী 'ড্রপ আউটের' শিকার হয়। বর্তমানে এ স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে শিক্ষার্থী সংখ্যা ৯০। অথচ দ্বিতীয় শ্রেণীতে নয় জন, তৃতীয় শ্রেণীতে সাত জন, চতুর্থ শ্রেণীতে চার জন এবং পঞ্চম শ্রেণীতে মাত্র দু'জন শিক্ষার্থী রয়েছে।

স্কুলটির পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র মাহফুজুর রহমান জানিয়েছে, প্রধান শিক্ষক শাহজাহান প্রামাণিক ও শিক্ষক এমদাদুল হক কখনও স্কুলে আসেন না। প্রথম শ্রেণীর ছাত্রী শরীফা খাতুন এই দুই শিক্ষককে চেনে না। স্কুল সংলগ্ন বাড়ির নুরুল ইসলাম (৫৫) জানান, 'বদলি' লুৎফর মাস্টার ছাড়া অন্য শিক্ষকরা কখনও স্কুলে আসে না। নদী-নালার 'ওজর' দেয়। এই এলাকার আরও কয়েকটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একই ধরনের ব্যবস্থা প্রচলন আছে বলে স্থানীয় লোকজন অভিযোগ করেন।